গমের শীষ

গমের শীষ

উক্রাইনীয় উপকথা

প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

রুশ ভাষা থেকে অনুবাদ:

শঙ্কর রায়

টি ইঁদুরছানা — একটির নাম নড়ন আর একটির নাম চড়ন, আর এক সুকণ্ঠ মোরগ — তিনজন মিলে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত। ইঁদুরছানারা খায়দায় নাচে গায় — দিনরাত নড়ে চড়ে ডিগবাজী খায়। ভোর না হতেই মোরগ ডাকে 'কঁক্কর কঁ' — সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে নিত্যকর্মে মন দেয়।

একদিন উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে মোরগ দেখে মাটিতে একটা ছোট্ট গমের শীষ পড়ে আছে। শীষটা কুড়িয়ে নিয়ে হেঁকে বলল—'কঁক্কর কঁ, নড়ন চড়ন, ইদিকে আয়, দেখে যা কি কুড়িয়ে পেলাম'।
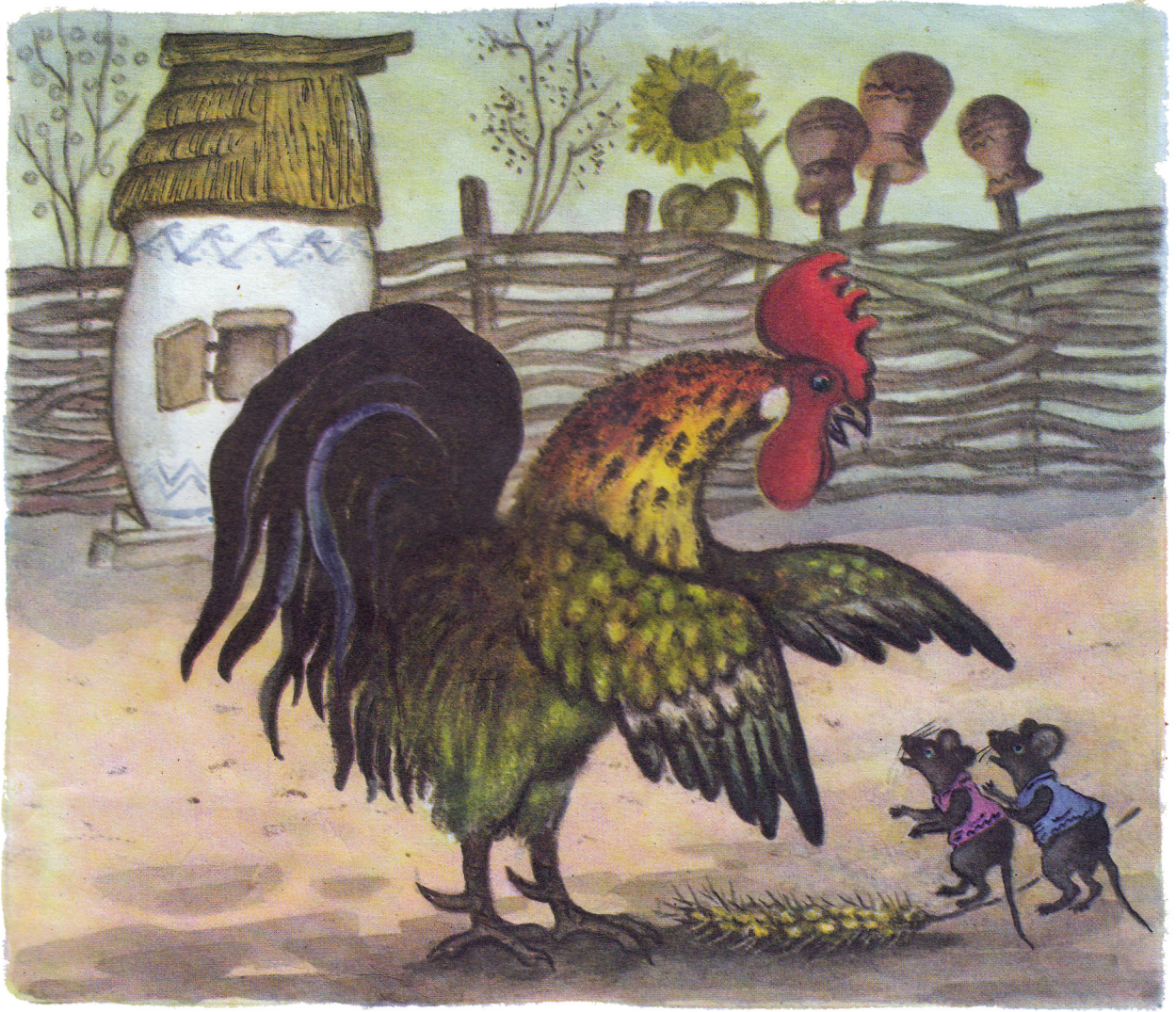
দৌড়ে এল নড়ন চড়ন, দেখেশুনে বলল—
'ঝাড়াই মাড়াই করতে হয়'।
মোরগ বলল—'করতে ত' হয়, কিন্তু করবে কে?'
নড়ন চেঁচিয়ে উঠল—'আমি পারব না, বাপু!'
চড়ন চেঁচিয়ে উঠল—'আমিও পারব না, বাপু!'

মোরগ বলল — 'আচ্ছা আচ্ছা, আমিই না হয় ঝাড়াই মাড়াই করছি'।
এই বলে সে ঝাড়াই মাড়াই করতে বসে গেল।
ওদিকে নড়ন চড়ন ডাংগুটি খেলা জুড়ে দিল।
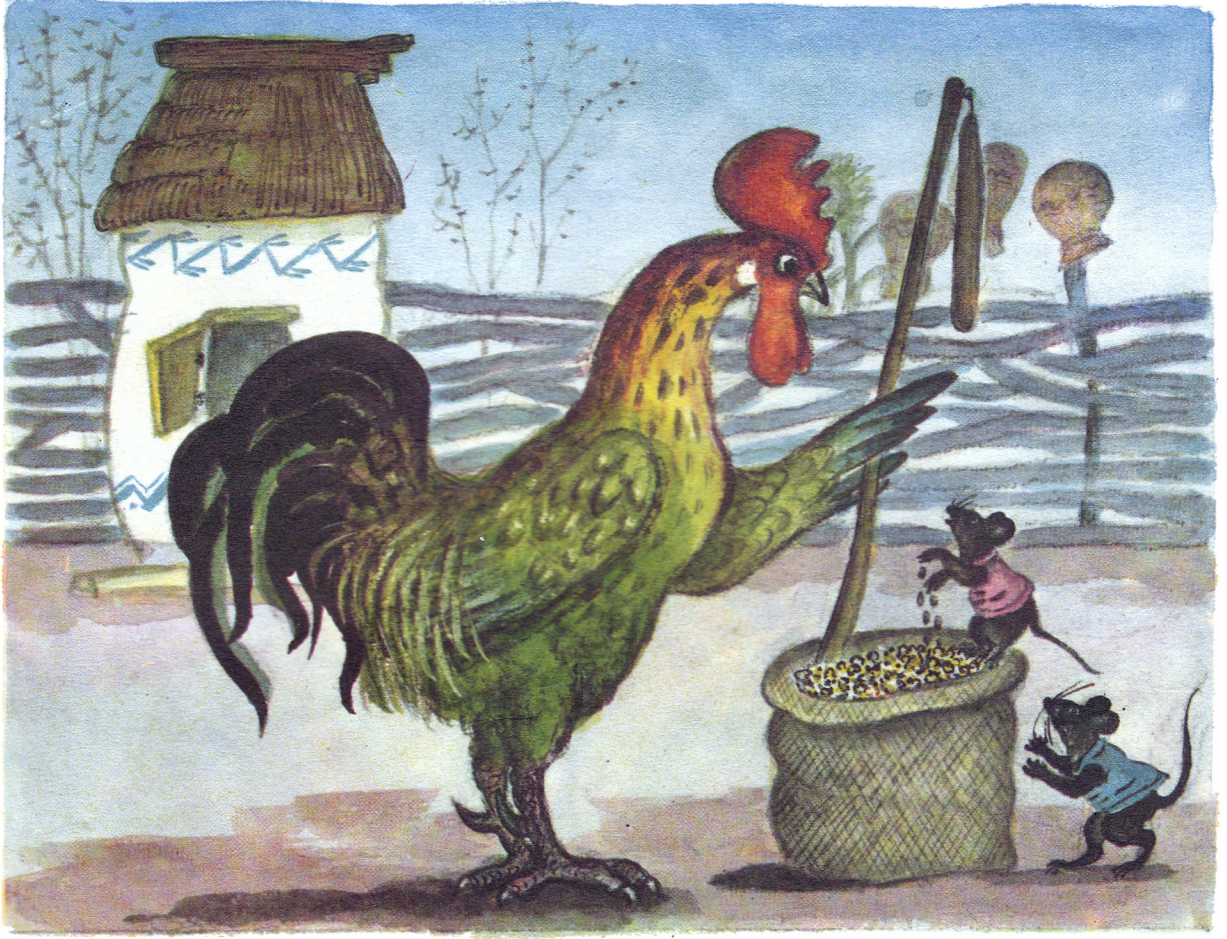
ঝাড়াই মাড়াই হলে পর মোরগ হাঁকল—
'কঁক্কর কঁ, নড়ন চড়ন, ইদিকে আয়, দেখে যা কত গম পেলাম!'
দৌড়ে এল নড়ন চড়ন, দেখেশুনে একসাথে কিচ কিচ করে উঠল—
'এবার ময়দা কলে নিয়ে যেয়ে পিষে আনতে হয়!'
মোরগ বলল—'আনতে ত' হয়, কিন্তু নিয়ে যাবে কে?'
নড়ন চেঁচিয়ে উঠল—'আমি পারব না, বাপু!'
চড়ন চেঁচিয়ে উঠল—'আমিও পারব না, বাপু!'
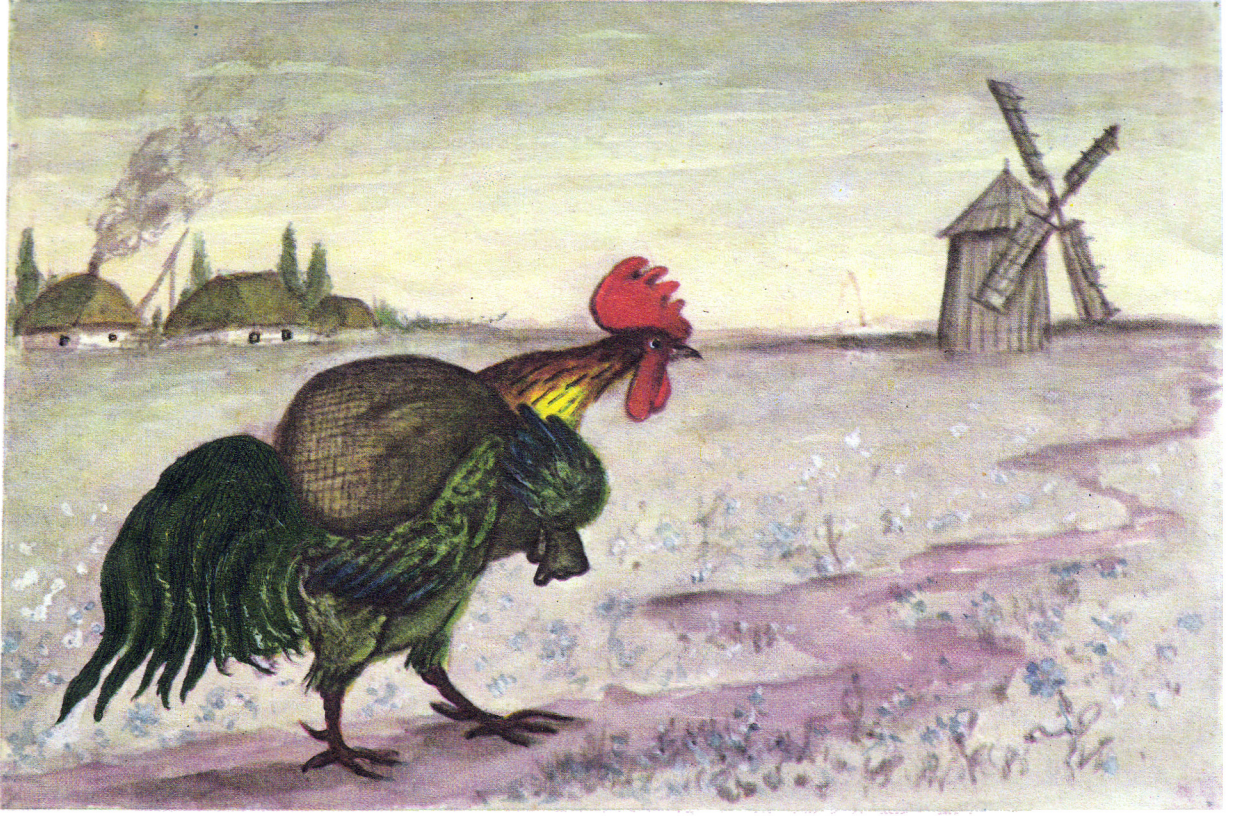
মোরগ বলল—'আচ্ছা আচ্ছা, আমিই না হয় যাচ্ছি ময়দা কলে'।

ছালায় গমকটা ভরে মোরগ চলল ময়দা কলে।

ইঁদুরছানারা লাফালাফি জুড়ে দিল। একজন উচু হয়ে থাবা পেতে বসে আর একজন তার পিঠের ওপর দিয়ে লাফিয়ে যায়, তারপর দুজনেই হেসে কুটি পাটি হয়।

ময়দা কল থেকে ফিরে মোরগ হাঁকল —

'নড়ন চড়ন, দেখে যা পেলাম কত ময়দা'।

দৌড়ে এল নড়ন চড়ন, দেখে খুশীতে ফেটে পড়ল দুভাই —

'বাঃ বাঃ, মোরগ ভাই, সত্যিই তোর জুড়ি নাই! এবার ময়দা মেখে পিঠে বানাতে হয়!'

মোরগ বলল — 'বানাতে ত' হয়, কিন্তু ময়দা মাখবে কে?'

দুভাইয়ের এক রা।

নড়ন বলে — 'আমি পারব না, বাপু!'

চড়ন বলে — 'আমিও পারব না, বাপু!'

মোরগ ভেবে চিন্তে বলল —

'তা হ'লে ত' দেখছি আমাকেই ময়দা মাখতে হয়'।

মোরগ নিজেই ময়দা মাখল, তারপর কাঠ ফেঁড়ে উনুনে আঁচ দিল — আঁচ উঠতেই উনুনের ওপর তাওয়া চাপিয়ে পিঠে ভাজতে বসল।

ইঁদুরছানারাও বসে রইল না — নাচল কুঁদল গান গাইল।

মোরগ যেই পিঠে ভেজে থালায় রাখল অমনি সুট সুট করে এসে হাজির নড়ন চড়ন, ডাকার পর্যন্ত তর সইল না।

নড়ন চিঁ চিঁ করে বলল—'ইস, কি খিদেটাই না পেয়েছে!'

চড়ন চিঁ চিঁ করে বলল—'বাব্বাঃ, খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি হজম হবার জোগাড়!'

ঝটতি পটতি পাতা পেড়ে গ্যাঁট হয়ে বসল দুভাই।

তখন মোরগ বলল—

'দাঁড়া দাঁড়া, প্রথমে আমার কথার জবাব দে, গমের শীষ কুড়িয়ে পেল কে?'

নড়ন চড়ন চিৎকার করে বলল—'তুই, আবার কে!'

'ঝাড়াই মাড়াই করল কে?'

'তুই-ই করলি'—গলার স্বর এক পর্দা নামল নড়ন চড়নের।

'ময়দা কলে নিয়ে যেয়ে পিষে আনল কে?'

মিহি গলায় নড়ন চড়ন বলল—'তুই-ই!'

'ময়দা মাখল, কাঠ ফাঁড়ল, উনুন জ্বালাল আর পিঠে ভাজল কে?'

একেবারে নীচু গলায় চিঁ চিঁ করে দুভাই বলল—'সবই তুই করলি!'

'আর তোরা কি করলি?'

কি বলবে নড়ন চড়ন? বলার কিছুই নেই যে!

পাতা গুটিয়ে উঠে গুটি গুটি কেটে পড়ল দুজনে, মোরগ ওদের ফিরে ডাকলও না।

এমন আলসে নিষ্কর্মার ঢেঁকিদের ডেকে পিঠে খাওয়াবে কে!
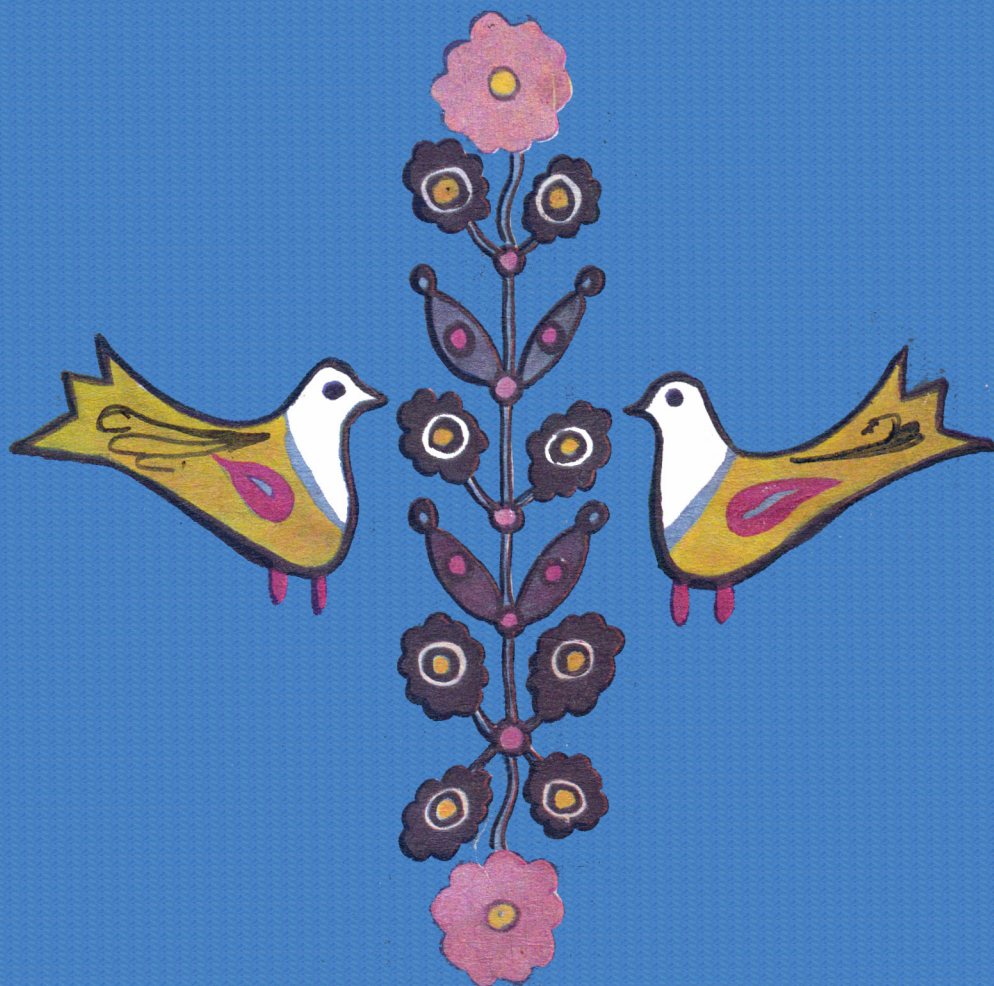
КОЛОСОК

УКРАИНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

На языке бенгали